সেই কালীদহ তীরে কদম্বের বৃক্ষ।
অদ্যপি বাঁচিয়া আছে কেবা তার পক্ষ?
গরুড় যে কালে স্বর্গে ইন্দ্রজয়ী হয়।
চন্দ্র আসি জননীর দাসীত্ব ঘুচায়।।
গরুড়ের মুখ হ'তে সুধাবিন্দু পড়ে।
তাহাতে অমর বৃক্ষ এখনও না মরে।।
সুধার গুণেতে বাঁচে কদম্বের প্রেম।।
কৃষ্ণপ্রেম মহারস সুধা যে বা খায়।
সে কেন মরিবে সর্পবিষের জ্বালায়।।
কি ছার সে স্বর্গসুধা যথা প্রেমসুধা।
প্রেমসুধা খাইলে নিবৃত্তি ভব ক্ষুধা।।
তার নিদর্শন দেখ মরিয়াছে সর্প।
হরিবল দূরে গেল শমনের দর্প।।
শমনের-দর্পঃসর্প মার রে সকলে।
খণ্ডাও বিষয় বিষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।।"
মুখে খাও কৃষ্ণরস হাতে কর কাজ।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

## কীর্ত্তনানন্দে লোকাতীত মহাভাব

রাউৎখামার গ্রামে, শ্রীরামসুন্দর নামে,
প্রভুর এক ভকত মহান।
ভক্তগণ ল'য়ে সাথ, তার ঘরে যাতায়াত,
সদা করে হরিগুণ গান।।
একদিন সবে মিলি, নাচে গায় বাহু তুলি,
গোবিন্দ মতুয়া সঙ্গে রয়।
কোলেতে বালক ছিল, একঘরে শোয়াইল,
এক কন্যা সে ঘরে আছয়।।
ভগবান প্রেমরসে, নাচে গায় কাঁদে হাসে,
ভাবাবেগে মত্ত মাতোয়াল।।
গাইয়া যশোদা উক্তি, কেহ বা করয় ভক্তি,
'ননী খাও, বাপ্‌রে গোপাল।'
কেহ নিজ স্তন ধরে, একজনে বলে 'আরে'
গ্রীবা ধরে বল 'বাপধন'।
শুকা'য়েছে চন্দ্রমুখ, দেখে মুখ ফাঁটে বুক,
কোলে বসি পান কর স্তন।।
আর জন কহে বাণী, "শুনগো যশোদারাণী,
তোর কৃষ্ণ খেল তোর স্তন।
আমার বলাই সঙ্গে, গোচারণে গিয়া রঙ্গে,
গোবর্দ্ধনে চরা'ল গোধন।।"
একজন কেঁদে কহে,'এত কি পরাণে সহে',
তোর কৃষ্ণ চোর শিরোমণি।
কল্য গেল মোর ঘরে, না জানি কেমন ক'রে,
ভাণ্ড ভেঙ্গে খেয়ে এল ননী।।"
কেহ কেহ কেঁদে কহে, "তোর কৃষ্ণ কালীদহে,
ডুবিয়াছে গিয়া দৈব দোষে।
বিষজল করি পান, আছে কি ত্যজেছে প্রাণ
কিম্বা রাগে কালীনাগে গ্রাসে।।
ফলে স্বপনের ফল, বিফল ব্রতের ফল,
কর্ম্মফলে হারা'লি কানাই।
ডাক মা কাত্যায়ণীরে, চল কালীদহ তীরে,
কানাইরে পাই কিনা পাই।।
বলরামে লও সঙ্গে, বলা' বাজাউক শিঙ্গে,
তা'তে যদি পাই কৃষ্ণধনে।
তবে সে পাইবে ত্রাণ, নতুবা ত্যজিব প্রাণ,
কালীদহে বিষ-জল পানে।।"
কেহ ধরি কার হাত, শিরে হানি করাঘাত,
আছাড়িয়া লোটায় ধরণী।
মঙ্গল কহিছে ডেকে, "বলাই দাদার ডাকে,
পাইলাম তোর নীলমণি।।"
ঠাকুর কহিছে ডাকি, "আমি না কিছুই দেখি,
কোথা কৃষ্ণ রাখালাদিগণ?
গান ক'রে হরিবলে, করেছিস্ গোষ্ঠ লীলে,
এই কি তোদের বৃন্দাবন?